‘বিশ্বময় অভিবাসন, সমৃদ্ধ দেশ, উৎসবের জীবন’

১৮ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৪ পৌষ ১৪২২
১৮ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের অবদানের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত বাংলাদেশীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অভিবাসী ভাইবোনদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান, প্রবাসীদের কল্যাণ এবং নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানসহ সামগ্রিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে।

প্রবাসী কর্মীরা রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশের অর্থনৈতিক খাতকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করছেন, এছাড়া দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন ও উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসহ তাদের সার্বিক কল্যাণে সহযোগিতা প্রদানে কার্যকর অবদান রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। বিদেশে প্রতিটি অভিবাসী কর্মী যেন দেশের জন্য শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে বিদেশী ভাষাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী।

আমি ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৫’ এর সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় “আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫” উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রবাসে বসবাসরত অভিবাসী ভাইবোনদের মেধা, শ্রম আর নিজ দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই এবং তাদের প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এ অগ্রগতিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণার্থে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, বিশ্বের বিভিন্ন দূতাবাসসমূহে নতুন শ্রম উইং স্থাপন ও জনবল বাড়ানোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষ ও যুগোপযোগী করার জন্য দেশের প্রায় সকল জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া সরকার প্রতি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে গঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে অভিবাসী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ এবং একই সঙ্গে বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকার “বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩” প্রণয়ন করেছে। এর ফলে অবৈধ অভিবাসন রোধসহ অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ আইনের আওতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। আজকের এ মহান দিবসে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও ন্যায্য সকল সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য। “আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫” উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল ইসলাম বিএসসি

IOM • OIM

Director General
International Organization for Migration (IOM)

MESSAGE

We have seen some dark days in our world this year. In 2015 we have seen acts of sickening violence, the fury of nature, and - perhaps most poignant of all - the corpse of the baby boy, Aylan Kurdi, face-down on a Mediterranean beach.

As an issue, migration defined 2015. It was a year of mass and rapid population movement. A typhoon in Vanuatu, an earthquake in Nepal, a war in Syria, abuse in a number of countries, with nearly 900,000 migrants arriving by boat in Europe fleeing war, poverty, and persecution: the world was in foment and flux, from the mountains to the deserts to the oceans.

In an ignorant panic, sections of media and society have sought to paint migration as a social evil: a divider of families and communities, a spawning ground for fanaticism. For the first time in many decades of watching, commenting and leading thought on migration, I have started to worry.

I see a one-sided debate, focusing on fear, negativity and security. Where are the smiles of welcome from last summer? Where are the banners in football grounds declaring "Migrants Welcome"? I know they are there, and I know they will be seen again when we gather in cities and towns across the globe with candles of solidarity. The common sense and generosity of ordinary people, of communities made up of migrants and non-migrants, people of all shades of color, politics and piety - that is what sustains me.

I truly believe that communities will continue to open their hearts and arms to embrace the tired and the oppressed. While some national leaders may cavil, the United Nations, informed by a global grassroots debate, has drawn a line under the importance of migration in its blueprint for human development: the Sustainable Development Goals.

Migration is firmly on the global agenda. The first United Nations side event on Migration took place this year. A summit in Malta brought African and European leaders together around migration. In Asia, governments have gathered to seek a regional solution to the migration crisis in the Andaman Sea. Canada's new government has sounded a clarion call, taking 25,000 thousand refugees in a rapid, regulated, and welcome mass intake.

I have often described our time as a perfect storm of humanitarian emergencies which factor in today's unprecedented human mobility. Almost one out of every seven human beings on this planet, more than one billion people that is, is in some way a migrant. But almost 60 million of those are distressed migrants, forcibly removed from their homes, and the places they grew up. Millions of others are migrants seeking opportunity in other countries, or elsewhere within their own countries, just as anyone else would.

Now is the time for safe, secure and legal migration throughout the world.

Many have been arguing for a long time that to address the issues around human mobility, we require the management of migration, with security for all involved. We must recognize that migration is the mega-trend of our time, and we need to treat it with seriousness, not smears, if we're going to get anywhere.

Yes, there is darkness. But we all have a little light. Let it shine.

Ambassador William Lacy Swing

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ভূমিকা : বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বিদেশে কর্মসংস্থান একদিকে যেমন বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত মূল্যবান রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে দক্ষ জনশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থান অধিক পরিমাণ রেমিটেন্স পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ার পিছনে প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্সকে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। সুতরাং বৈদেশিক কর্মসংস্থান, রেমিটেন্স, জনশক্তির দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, তা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৯০ লক্ষ কর্মী বিদেশে তাদের কাজের মাধ্যমে দক্ষতা ও মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। বাংলাদেশের কর্মীরা এখন বিশ্বের ১৬০টি দেশে চাকুরী নিয়ে যাচ্ছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের বাইরে বিদ্যমান শ্রমবাজারগুলো ধরে রাখা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন শ্রমবাজারের অনুসন্ধান চালানো। বর্তমান বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ৪,২৭,৩০৬ জন কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। নারীদের বিদেশে অধিক হারে কর্মসংস্থানেও বর্তমান সরকার বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে নারী কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং বিদেশ গমনের প্রক্রিয়ায় সুশাসন আনয়নের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। সার্বিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় সরকারের বহুমুখী উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে কর্মীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ হয়েছে। একই সঙ্গে কমে এসেছে অভিবাসন ব্যয়।

রেমিটেন্স ও দারিদ্র্য বিমোচন: প্রবাসী বাংলাদেশের কর্মীরা তাদের কষ্টার্জিত আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে রেমিটেন্স আকারে প্রেরণ করে থাকেন। পূর্বে প্রবাসী কর্মীরা রেমিটেন্স প্রেরণে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হলেও বর্তমান সরকার মানি লন্ডারিং আইন প্রণয়নসহ রেমিটেন্স প্রেরণ সংক্রান্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। দ্রুত ও নিরাপদভাবে রেমিটেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ সরকার বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে রেমিটেন্স প্রবাহের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ফরেন্স কারেন্সি রিজার্ভের পরিমাণ সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। একইসঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেমিটেন্স-এর পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১১% এর সমতুল্য। রেমিটেন্স দেশের আমদানি বাণিজ্যে ‘ব্যালেন্স অব পেমেন্ট’ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

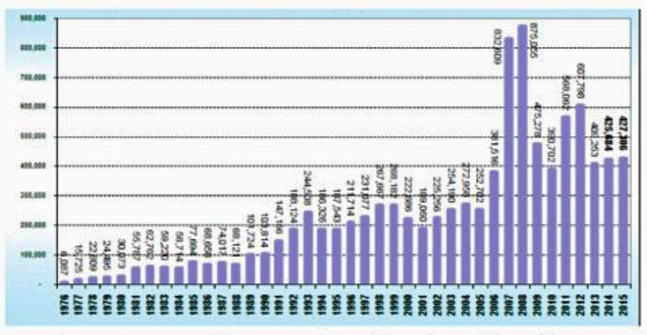

চিত্র ১: ১৯৭৬ থেকে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত বছরভিত্তিক বিদেশগামী জনশক্তির সংখ্যা

দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যে সকল নিয়ামক কাজ করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অধিক সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ২০১০ সালে বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর পরিমাণ ২০১৫ সালে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

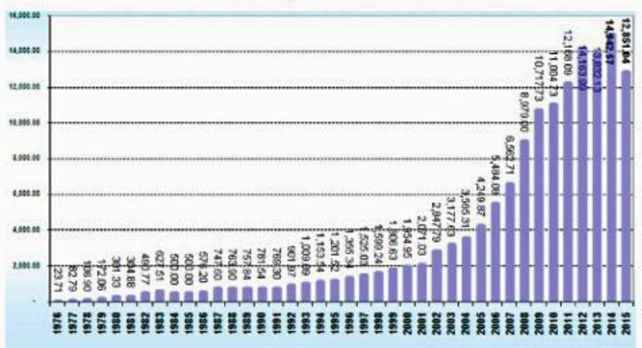

চিত্র ২: ১৯৭৬ থেকে অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বছরভিত্তিক রেমিটেন্সের পরিমাণ

অনেকগুলো গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে রেমিটেন্স অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। রেমিটেন্স গ্রাহকদের দারিদ্র্য বিমোচনে বেশ কয়েকটি উপায়ে কাজ করে। প্রথমত: অভিবাসন প্রক্রিয়া বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে বেকারত্বের হার কমায়, দ্বিতীয়ত: বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গ্রামীণ জনপদের কর্মীদের গড় আয় বৃদ্ধি পায়, তৃতীয়ত: প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করে এবং এ অর্থ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মানব উন্নয়নে অবদান রাখে। চতুর্থত: ব্যাপক পরিমাণে রেমিটেন্স প্রবাহের কারণে গ্রামীণ জনপদে আবাসস্থল তৈরি, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য সেবা কার্যক্রম-এর সম্প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসীদের পরিবার পরিজন বসবাস করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেমিটেন্স প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে।

টেকসহ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ‘ট্রান্সফরমিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড: দ্য ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট’ শিরোনামের একটি কর্মসূচি অনুমোদন করেছেন। ২০৩০ এজেন্ডায় সবার ও সব দেশের জন্য প্রযোজ্য ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভিযাত্রায় অভিবাসনকেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যে সকল লক্ষ্যে অভিবাসনের বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে তা হলো: লক্ষ্য ৮.৮-শ্রম অধিকার সংরক্ষণ এবং সকল কর্মী (অভিবাসী কর্মীসহ) বিশেষ করে নারী অভিবাসী কর্মী এবং বিপদজনক কাজে সম্পৃক্ত কর্মীদের নিরাপদ ও উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, লক্ষ্য ১০.৭-নিয়মতান্ত্রিক, নিরাপদ, নিয়মিত ও যথাযথ অভিবাসন এবং পরিকল্পিত ও সু-ব্যবস্থাপনায় প্রণীত অভিবাসন নীতিমালার মাধ্যমে জনগণের চলাচলকে সহায়তা করতে হবে এবং লক্ষ্য ১০.সি-২০৩০ সালের মধ্যে প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে ব্যয়িত অর্থ ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে এবং রেমিটেন্স প্রবাহ পথের ব্যয় ৫ শতাংশ দূর করতে হবে।

এছাড়া আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বা অভিবাসন এবং রেমিটেন্স প্রবাহ ও এর যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পায় রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসীদের আবাসস্থল পল্লী এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পা আগামী ২০২০ সালে রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আগামী পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মীর কর্মসংস্থানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পর্যালোচনায় অভিবাসন এবং রেমিটেন্সের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের টার্গেট ছিল ১২ লক্ষ এবং এর বিপরীতে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২২ লক্ষ।

অভিবাসন এবং আঞ্চলিক পরামর্শমূলক সম্মেলন : আন্তর্জাতিক অভিবাসন পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম কলম্বো প্রসেস, বুদাপেস্ট প্রসেস, আবুধাবি সংলাপ, বালি প্রসেস এবং জাতিসংঘের গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন ডেভলপমেন্ট (GFMD) এর কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে GFMD এর নবম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

অভিবাসন ও দক্ষ জনবল তৈরি : বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার সুনাম এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার অদক্ষের পরিবর্তে দক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ কর্মী প্রেরণের ওপর জোর দিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০১০ সালে দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ প্রবাসী জনশক্তির হার ছিল ২৮.৪২%, কিন্তু ২০১৪ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩%। অর্থাৎ প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে দক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা অদক্ষ কর্মীদের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশে দক্ষ জনবল তৈরির বিষয়ে বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দক্ষ কর্মী প্রস্তুত এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদেশে কর্মসংস্থানের নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং ২১৪৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলোজি স্থাপনের কার্যক্রম সমাপ্তির পথে রয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলোজি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নতুন সৃষ্ট বাকি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলোজিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে দেশের মোট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে ৬৪টি এবং ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনলোজি হবে ৬টি। এই ৭০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।

এছাড়া, প্রতি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হলে বছরে ৫-৬ লক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণ পাবে। এছাড়াও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ কর্মী তৈরি করে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য একটি অভিবাসন ও দক্ষতা তহবিল গঠিত হয়েছে। এ তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপসংহার : পূর্বে জাতীয় উন্নয়নে অভিবাসন ও রেমিটেন্সের গুরুত্ব নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আলোচনা হলেও বর্তমানে অভিবাসন তথা রেমিটেন্সকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। অভিবাসন একটি প্রক্রিয়া আর রেমিটেন্স হচ্ছে এর অন্যতম একটি প্রধান দৃশ্যমান ফলাফল। রেমিটেন্স শুধু একজন অভিবাসী বা তার পরিবারের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনে না, এটি জাতীয় উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবদান রাখে। একই সঙ্গে রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে একটি জাতির উন্নয়ন ধারায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে দক্ষ জনবল বিদেশে গেলে তারা রেমিটেন্স প্রবাহে অধিক অবদান রাখতে পারে। এসব বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার অধিক হারে দক্ষ জনবল তৈরি এবং তাদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এসব অভিবাসনবান্ধব কর্মসূচির দৃশ্যমান ফলাফল আমরা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ পৌষ ১৪২২
১৮ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস’ পালন করে আসছে। বাংলাদেশও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করছে। এ দিবস উপলক্ষে আমি প্রবাসে কর্মরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী ভাই-বোন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের বিকাশমান অর্থনীতিতে অভিবাসীগণ অন্যতম সহায়ক শক্তি। তাঁরা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে। অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে আমাদের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থরক্ষা ও অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং-এ অধিক সংখ্যক জনবল পদায়ন করা হয়েছে। নতুন নতুন মিশন খোলা হচ্ছে। বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছি। বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ বায়োমেট্রিক ডাটাসমৃদ্ধ ‘স্মার্টকার্ড’ প্রদান করছি। প্রবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত হওয়ার ফলে নারী কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত সাত বছরে বিদেশে ৩৩ লাখ ৬৭ হাজার ৫২৩ জন লোকের চাকুরি হয়েছে।

আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। এ ব্যাংক হতে অভিবাসী কর্মীগণ সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রবাসীদের মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণও সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত কর্মীদের এবং দেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার মধ্যেই এ দিবসের তাৎপর্য নিহিত। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আরও বেশী নিবেদিত হবে।

অভিবাসীগণ সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন এ প্রত্যাশা করছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ ২০০০ সাল থ